“যিয়ারতে জামে’ কাবীরাহ”

মুসা ইবনে আব্দুল্লাহ নাখায়ী বলেন, ইমাম হাদীকে (আঃ) নিবেদন করলাম ঃ হে রাসূলে খোদার সন্তান আমাকে একটি প্রাঞ্জল ও পূর্ণাঙ্গ দোয়া শিক্ষা দিন, যাতে আমি যখনই কোন ইমামের (আঃ) রওজা যিয়ারতে যাব, তা পাঠ করতে পারব।

ইমাম (আঃ) বললেন ঃ

যখন ইমামগণের (আঃ) রওজায় পৌঁছবে দাঁড়িয়ে কালিমা শাহাদৎ পাঠ করবে –

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمد عبده و رسوله

অবশ্যই গোসল করে আসবে। হারামে (রওজা) প্রবেশ করে যখনই কবর দেখতে পাবে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং ৩০বার الله اكبر বলবে। তার পর ধীরে ধীরে শান্ত হৃদয়ে কিছুটা সামনে অগ্রসর হবে অতঃপর ৩০বার الله اكبر বলবে।

অতঃপর কবরের নিকটে যাবে এবং ৪০ বার الله اكبر বলবে। এভাবে ১০০বার পূর্ণ করবে। অতপর বলবে ঃ

بسم الله الرّحمن الرّحيم

السلامُ عليكم يا اهلَ بيتِ النّبوةِ و مَوضِعَ الرِّسالةِ و مُختَلَفَ الملائكَةِ و مَهبطَ الوَحيِ و مَعدِنَ الرّحمةِ و خُزّانَ العلمِ ومُنتهي الحِلمِ و اُصُولَ الكَرَمِ وقادةَ الاُممِ و اَولياءَ النِّعَمِ و عَناصِرَ الابرارِ و دَعائمَ الاخيارِ و سَاسَةَ العِبادِ و اركانَ البلادِ و ابوَبَ الايمانِ و اُمناءَ الرّحمَنِ و سُلالَةَ النّبيينَ و صَفوَةَ المُرسَلينَ و عِترَةَ خيرَةِ رَبِّ العالَمِينَ و رَحمَةُ اللهِ و بركاتُهُ

“আপনাদের প্রতি সালাম হে (মহান) নবীর (সঃ) আহলিবাইত । হে রিসালতের স্থান আপনাদের প্রতি সালাম । ফিরিশতাগণের গমনাগমনের স্থান, আপনাদের প্রতি সালাম। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার স্থান আপনাদের প্রতি সালাম। রহমতের খনি এবং কোষাধ্যক্ষগণ (ভান্ডারগণ) আপনাদের প্রতি সালাম। হে সহিষ্ণুতা ও নম্রতার চরম বিন্দু আপনাদের প্রতি সালাম। হে কিরামতের মূলসমূহ এবং উম্মতসমূহের নেতাগণ আপনাদের প্রতি সালাম। নেয়ামতসমূহের মালিকগণ আপনাদের প্রতি সালাম। সৎকর্মশীলদের মূল এবং কল্যাণকারীদের স্তম্ভ, আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর বান্দাগণের অভিভাবক আপনাদের প্রতি সালাম। শহর সমূহের ভরকেন্দ্র ও ঈমানের দ্বারসমূহ আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ রহমানুর রহিমের বিশ্বস্তগণ ও পয়গম্বরগণের নির্যাস আপনাদের প্রতি সালাম। রাসূলগণের মনোনীত, আপনাদের প্রতি সালাম। বিশ্ব প্রতিপালকের মনোনীত রাসূলগণের বংশধর, আপনাদের প্রতি সালাম। আপনাদের প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত।”

السّلامُ عَلي ائمَّةِ الهُدي و مِصابيحِ الدُّجَي و اَعلامِ التُّقي و ذَوي النُّهي و اوُلي الحِجَي و كَهفَ الوَري و وَرَثَةِ الانبياءِ والمَثَلِ الاعلي ودوةِ الحُسنَي و حُجَجِ اللهِ علي اَهلِ الدُّنيا والاخرةِ والاولي و رحمَةُ اللهِ و بركاتُهُ

“হে হিদায়াতের ইমামগণ (আঃ), আপনাদের প্রতি সালাম। হে অন্ধকারের প্রদীপসমূহ আপনাদের প্রতি সালাম। আত্মসংযমের ঝান্ডাসমূহ, আপনাদের প্রতি সালাম।বুদ্ধিবৃত্ত ও বিবেকের অধিপতি ,আপনাদের প্রতি সালাম।

জনগণের আশ্রয়স্থল, আপনাদের প্রতি সালাম। পয়গমবরগণের উত্তরাধিকারী, আপনাদের প্রতি সালাম। উৎকৃষ্ট নিদর্শন, আপনাদের প্রতি সালাম। উত্তম নিমন্ত্রনকারী, আপনাদের প্রতি সালাম।

সমগ্রবিশ্ববাসীর (পূর্বর্তী ও পরবর্তী উভয় জগতের) জন্যে আল্লাহর সুস্পষ্ট দলিল বা হুজ্জাতসমূহ আপনাদের প্রতি সালাম। আপানাদের প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহর রহমত ও বরকত ।"

السّلامُ علي محالِّ مَعرفَةِ الله ومساكنِ بركةِ الله و مَعادنِ حِكمَةِ الله وحَفظَةِ سرّ الله و حَمَلَةِ كِتابِ الله و اوصِياءِنَبي الله و ذُرِّيَةِ رسول الله صلّ الله واله و رحمَةُ الله و بركاتُهُ

"হে আল্লাহর জ্ঞানের স্থানসমূহ, আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর বরকতের স্থানসমূহ আপনাদের প্রতি সালাম, আল্লাহর হিকমতের স্থান, আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর হিকমতের খনি আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর রহস্যের রক্ষাকারী আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর কিতাবের (কোরআনের) বাহকগণ, আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর রাসূলের উত্তরাধিকারীগণ এবং রাসূল (সঃ) এর সন্তানগণ আপনাদের প্রতি সালাম।আল্লাহর রহমত ও বরকত আনাদের উপর বর্ষিত হোক।

السّلامُ علي الدُعاةِ الي الله والادلاءِ علي مرضاتِ الله والمُستقَرِّينَ في امرِ الله والتّامينَ في محبّةِ الله والمُخلصينَ في توحيد الله والمظهرينَ لامر الله ونهيه و عباده المكرّمينَ الذينَ لا يسبقونهُ بالقول وهُم بامره يَعملونَ و رَحمَةُ الله و بَركاتُهُ

"হে আল্লাহর দিকে আহবানকারীগণ, আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি দিক নির্দেশকগণ আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর নির্দেশের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয়ীদগণ আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বে পরিপূর্ণগণ আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর একত্বের প্রতি নির্মল বিশ্বাস স্থাপণকারীগণ, আপনাদের প্রতি সালাম। হে আল্লাহর আদেশ নিশেধের প্রকাশকারীগণ আপনার প্রতি সালাম। হে আল্লাহর বান্দাগণ আপনারা কোন বিষয়ে তাঁর অগ্রে চলেন না এবং তাঁর আদেশ মোতাবেক আমল করেন, আপনাদের প্রতি সালাম। আপনাদের উপর বর্ষিত হোক আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত ।"

السلام علي الائمَّةِ الدّعاة والقادةِ الهُداة والسّادَةِ الولاةِ والذّادةِ الحماةِ واهلِ الذّكر و اُولي الامرِ و بقِيَّةَ الله وخيرته وحزبه و عَيبَةِ علمه و حُجَّته وصراطه ونُوره وبرهانه و رحمَةُ الله و بركاتُهُ

"হে (সত্যের পথে) দাওয়াতকারী ইমামগণ (আঃ) আপনাদের প্রতি সালাম। হে দিক নির্দেশকারী নেতাগণ, আপনাদের প্রতি সালাম। সর্দার ও অভিভাবকগণ আপনাদের প্রতি সালাম। (অন্যায়ের) প্রতিরোধকারীগণ এবং (মজলুমের) সাহায্যকারীগণ আপনাদের প্রতি সালাম। "জ্ঞানীগণ" ও "উলিল আমরগণ" আল্লাহর চিরন্তন নিদর্শন আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর নির্বাচিতগণ আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর দল (হিযবুল্লাহ) আপনাদের প্রতি সালাম । আল্লাহর জ্ঞানের স্থান, আপনাদের প্রতি সালাম । আল্লাহর হুজ্জাত বা দলিল, আপনাদের প্রতি সালাম । আল্লাহর পথ, আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর নূর আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর বরকত ও রহমত আপনাদের উপর বর্ষিত হোক।"

اشهدُ ان لا الهَ الا الله وحده لا شريك له كما شهدَ الله لنَفسه و شهدت لهُ مَلائكتُهُ و اولُوا العلمِ من خَلقه لا الهَ الاّ هُوالعَزيزُالحَكيمُ و اشهدُ انَّ مُحَمّداً عبدُهُ المُنتَخَبُ و رسُولُهُ المُرتضَي ارسلهُ بالهُدي و دينِ الحَقِّ ليُظهرَهُ علي الّدينِ كُلِّه و لَو كرهُ المُشركُون

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোন শরিক নেই। যেমনটি আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন; আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, যিনি হলেন সম্মানিত এবং মহিমান্বিত। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে রাসূল (স ঃ) তাঁর মনোনিত বান্দা এবং মনঃপুত রাসূল। হেদায়াতের জন্যে ও সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী হতে, তাঁকে সঠিক দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যদিও মুশরিকরা তা পছন্দ করে না।"

و اشهدُ انّكُم الائمّةُ الرّاشدُونَ المَهديُّونَ المَعصُومُونَ المُكَرَّمُونَ المُقرَّبُونَ المُتَّقُونَ الصّادقُونَ المُصتَفَونَ المُطيعُونَ للهِ القَوّامُونَ بامرِهِ العامِلُونَ بارادتِهِ الفائزُونَ بكرمتِهِ اصطفاكُم بعلمِهِ وارتَضاكُم لغَيبِهِ واختاركُم لِسرِّهِ واجتباكُم بقُدرتِهِ و اعزَّكُم بهُداهُ وخصّكم ببُرهانِهِ وانتجبكم لِنُورِهِ وايدَكم بروُحِهِ و رَضيَكم خُلفاءَ في ارضِهِ وحُججاً علي بريَّتِهِ وانصارَ لِدينِهِ و حَفَظةً لِسرِّهِ و خَزَنَةً لِعلمِهِ و مُستودعاً لِحكمتِهِ و تراجمةً لِوحيِهِ و اركاناً لتوحيدِهِ و شُهداء علي خلقِهِ واعلاماً لعبادِهِ و مناراً في بلادِهِ و ادلّاءَ علي صراطِهِ عَصَمَكُمُ اللهُ مِن الزّللِ و امنكم من الفتنِ و طهّركم من الدّنسِ واذهبَ عنكم الرّجسَ و طهّركُم تطهيراً

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনারা হলেন হেদায়েত ও পথপ্রাপ্তদের ইমাম (আঃ) । মাসুম ও পবিত্র, মহানুভব, নৈকট্য প্রাপ্ত, পরহেজগার, সত্যবাদী, নির্বাচিত এবং তাঁর অজ্ঞাবহ ও তাঁর নির্দেশের প্রতি দৃঢ় ও অবিচল, হে তাঁর ইচ্ছায় কর্মরতগণ! তাঁর মহত্ত্বে উপণীতগণ! মহান আল্লাহ আপনাদেরকে তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে নির্বাচন করেছেন। তাঁর গোপন তথ্যের সংরক্ষক হিসেবে নির্বাচন করেছেন। তাঁর ক্ষমতার সাহায্যে বাছাই করেছেন । হেদায়াতের মাধ্যমে মহিয়ান করেছেন। যুক্তিভিত্তিক দলিলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর নুরের জন্যে উপযুক্ত মনে করেছেন। তাঁর রূহের মাধ্যমে আপনাদেরকে অনুমোদন দিয়েছেন । সৃষ্টির জন্যে আপনাদেরকে খলিফা মনোনীত করেছেন। আপনারা তাঁর সৃষ্টির জন্যে, হুজ্জাতস্বরূপ। তাঁর দ্বীনের সহায়ক। তাঁর গোপন তথ্যের রক্ষী। তাঁর জ্ঞানের কোষাধ্যক্ষ । তাঁর হেকমতের আমানতদার। তাঁর ওহীর ব্যাখ্যাকারী । তাওহীদের স্তম্ভসমূহ। তাঁর সৃষ্টির জন্য সাক্ষী স্বরূপ। তাঁর বান্দাগণের জন্য উড্ডীয়মান ঝাঁন্ডা স্বরূপ। তাঁর শহর সমূহের সুউচ্চ নিদর্শন। সিরাতুল মুসতাকিমের দিকে দিকনির্দেশনাকারী। আল্লাহ তা'লা আপনাদেরকে বিচ্যুতি হতে রক্ষা করেছেন । এবং সকল প্রকার ফেৎনা ফাসাদ থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন; আপনাদেরকে কলুষমুক্ত করেছেন । সকল অপবিত্রতা আপনাদের থেকে দূর করেছেন এবং আপনাদেরকে পুত-পবিত্র করেছেন ।"

فَعَظَّمتُم جلاله واكبرتم شاءنهُ و مجّدتُم كرمهُ وادمتم ذكره و وكّدتم ميثاقهُ واحكمتم عقد طاعتهِ و نصحتم له في السّر والعلانيةِ و دعوتم الي سبيله بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ و بذلتم انفسكم في مرضاتهِ و صبرتم علي ما اصابكم في جنبهِ و اقمتم الصلواة و اتيتم الزّكوة و امرتم باالمعروف و نهيتم عن المنكر و جاهدتم في اللهِ حقّ جهادهِ حتّي اعلنتم دعوتهُ و بيّنتم فرائضهُ و اقمتم حدودهُ و نشرتم شرايعَ احكامه و سننتم سُنّتهُ و صِرتُم فِي ذلك مِنهُ الي الرّضا و سَلَّمتُم له القضاءَ و صدَّقتُم مَن مَضَي

"অতঃপর আপনারা তাঁর মহত্তকে মহানরূপে চিনেছেন। তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করে তুলে ধরেছেন। তাঁর সম্মানের প্রশংসা করেছেন। তাঁর যিকর (স্মরণ) অব্যাহত রেখেছেন । তাঁর সাথে যে অংগীকার করেছিলেন তাকে দৃঢ়তর করেছেন । তাঁর ইবাদতের অংগীকারকে বাস্তবরূপ দান করেছেন। গোপনে অথবা প্রকাশ্যে খালেস নিয়তে তাঁরই জন্য কর্ম সম্পাদন করেছেন। হেকমতের সাথে সদুপদেশ দিয়ে জনগণকে তাঁর পথে দাওয়াত করেছেন। আপনাদের জীবনকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করেছেন । আর তার পাশাপাশি যা কিছু (যত সমস্যা) আপনাদের উপর তার পক্ষ থেকে আপতিত হয়েছে তাতে ধৈর্য ধারণ করেছেন। নামাজ কায়েম করেছেন। যাকাত প্রদান করেছেন। সৎ কর্মে আদেশ, অন্যায় কর্মে নিষেধ ও বাঁধা প্রদান করেছেন। আল্লাহর পথে যথাপোযুক্ত জিহাদ করেছেন। তাঁর পথে আহবান করেছেন এবং ওয়াজিব সমূহকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর হুকুম প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর হুকুম আহকামের প্রচার ও প্রসার করেছেন । আল্লাহর পথকে চিহ্নিত করেছেন। সে

ক্ষেত্রেও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন। তাঁর ফয়সালাকেই মেনে নিয়েছেন। তাঁর পূর্ববর্তী পয়গমবরগণকে (আঃ) সত্যায়িত করেছেন ।”

فاالرّاغب عنكم مارقٌ واللازمُ لكم لاحق والمقصِّرُ في حقِّكم زاحقُ والحقُّ معكم و فيكم و منكم و اليكم و انتم اهله و معدنُهُ و ميراثُهُ النّبوّةِ عندكم و ايّاب الخلقِ اليكم و حسابهم عليكم و فصل الخطاب عندكم و اياتُ الله لديكم و عزائمه فيكم و نوره و برهانهُ عندكم و امرهُ اليكم من والاكم فقد والي الله و من عادكم فقد عاد الله و من احبّكم فقد احبَّ الله و من ابغضكم فقد ابغض الله و منِ اعتَصَمَ بكم فقدِ اعتَصَمَ با اللهِ

"অতঃপর যারা আপনাদেরকে পরিহার করেছে তারা দ্বীন থেকে বহিঃস্কৃত হয়েছে । আপনাদের সাথে যাদের সার্বক্ষনিক সম্পর্ক তারা দ্বীনদার হয়েছে। আপনাদের অধিকার অবমাননাকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সত্য ও ন্যায় আপনাদের সাথে, আপনাদের মধ্যে এবং আপনাদের দিকেই সত্যের প্রত্যাবর্তন। আপনারা তার (ন্যায়ের) যোগ্য এবং তার খনি। নবুয়্যতের মি'রাসী সম্পদ আপনাদের নিকট। সমগ্র সৃষ্টি আপনাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। তাদের হিসাব আপনাদের মাধ্যমেই। সত্যের চুড়ান্ত আদেশ (ফাসলুল খিতাব) আপনাদের নিকট। আল্লাহর নিদর্শন সমূহ আপনাদের নিকট। আল্লাহর ইচ্ছাসমূহ আপনাদের মধ্যে। * তাঁর নুর ও নিদর্শন আপনাদের নিকট। তাঁর আদেশ আপনাদের জন্যে। যে আপনাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করল সে আল্লাহর সাথে শত্রুতা পোষণ করল। আর যে আপনাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল সে আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল। যে আপনাদেরকে ভালবাসবে সে খোদাকে ভালবাসল, আর যে আপনাদের সাথে দুশমনি করবে সে খোদার সাথে দুশমনি করল। যে বা যারা আপনাদেরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করল সে বা তারা আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করল ।"

انتم الصِّراطُ الاقوام و شهداءُ دارالفناءِ و شفعاءُدارِ البقاءِ والّرحمةُ الموصولةُ والايةُ المخزونةُ والامانةُ المحفوظه والباب المبتلي به النّاس من اتيكم نجي و من لم ياتكم هلك الي الله تدعون و عليه تدلُّون و به تومنون وله تسلِّمون و بامره تعملون والي سبيله ترشدون و بقوله تحكمون سعد من والاكم و هلك من وعاداكم وخاب من جحدكم و ضلّ من فارقكم و فار من تمسّك بكم وامن من لجاءَ اِلَيكُم و سَلم من صدّقكم و هدي من اعتصم بكم من اتّبعكم فالجنّةُ ماوايه و من خالَفَكُم فاالنّار مثوايه و من جحدكم كافرُ ومن حارَبَكُم مُشرِكُ ومَن رَدَّعَلَيكُم فِي اَسفَلِ دَرَك مِن الجَحيم

"আপনারাই হলেন সুদৃঢ় রাস্তা, নশ্বর জগতের সাক্ষী এবং অবিনশ্বর ও চিরন্তন পারলৌকিক জীবনে শাফায়াতকারী; অবিরাম এবং সংযুক্ত রহমত; আল্লাহর উত্তম নিদর্শন, যাদেরকে উত্তমরূপে ও সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়; সংরক্ষিত আমানত; জনগণের পরীক্ষার দরজা। যারা আপনাদের দিকে আসবে, তারা মুক্তি পাবে; আর যারা পরিত্যাগ করবে তারা ধ্বংস হবে । আপনারা আল্লাহর পথে আহবান করেন । তাঁর পথে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং তার প্রতি প্রকৃত ঈমান আনয়ন করেছেন । তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন । তাঁর নির্দেশানুযায়ী কর্মসম্পাদন করেন । তাঁর পথে দিক নির্দেশনা

(*) অর্থাৎ যাকিছু এই দুনিয়াতে সংঘটিত হয় তার সবই আল্লাহর ইচ্ছায় আপনাদের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে। এই বাক্যের আরও কিছু সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে যথা ঃ

১) আযায়েম (عــزائم)বলতে আল্লাহর চুড়ান্ত আদেশসমূহকে বোঝানো হয়েছে। ইমামগণের (আঃ) আনুগত্য ওয়াজেব , ইসমাতের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁদের ইমামত ও মহত্বকে স্বীকার করার রূপক।

২) উদ্দেশ্য ঐসকল কসমসমূহ যাহা আল্লাহতা'লা উল্লেখ করেছেন । যেমন ঃ"ওয়াশ শামস " 'ওয়াদ দোহা " এবং অন্যান্ন যেগুলোর উদ্দেশ্য আয়েম্মাগণ (আঃ)। আলআহতা'লা তাদের প্রতি কসম উল্লেখ করেছেন ।

(৩) কঠিন এবং সূদৃঢ় দায়িত্বসমূহ বিশেষ ভাবে আয়েম্মাগণের (আঃ) জন্য আর তা তাঁদের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ীত হয়েছে যেমন ঃ ধৈর্যধারণ ইসলাম প্রচার এবং অন্যান্ন ।

দান করেন, এবং তাঁর বাণী অনুসারে হুকুম করেন । সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে আপনাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। সেই ব্যক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত, যে আপনাদের সাথে শত্রুতা করেছে। সেই ব্যক্তি নিরাশ, যে আপনাদেরকে অস্বীকার করেছে। সেই ব্যক্তি বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট যে আপনাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেই ব্যক্তি সফলকাম যে আপনাদেরকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করেছে। সেই ব্যক্তি নিরাপদ যে আপনাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। সুস্থ ও নিরাপদ সে, যে আপনাদেরকে স্বীকার করেছে। আপনাদেরকে যে আঁকড়ে ধরেছে সেই হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে। তার স্থান বেহেশতে, যে আপনাদেরকে অনুসরণ করেছে। তার স্থান জাহান্নামে যে আপনাদের বিরোধিতা করেছে। সে কাফের, যে আপনাদেরকে অস্বীকার করেছে এবং সে মুশরিক যে আপনাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। আর যে আপনাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং বরণ করবে না তার স্থান জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরে।”

اشهدُ انَّ هذا سابقُ لكم فيما مضي وجارٍ لكم فيما بقي وانّ ارواحكم و نوركم و طبنتكم واحدةٌ طابت و طهورت بعضها من بعضٍ خلقكم الله انواراً فجعلكم بعرشه محدقين حتي منّ علينا بكم فجعلكم في بيوتٍ اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمهُ و جعل صلواتنا عليكم وما خصّنا به من ولايتكم طيباً لخلقنا و طهارةً لانفسنا و تزكيةً لنا و كفّارةً لذنوبنا فكنّا عندهُ مسلِّمين بفضلكم و معروفين بتصديقينا ايّاكم فبلغ الله بكم اشرف محلِّ المكرّمين و اعلي منازل المقرّبين وارفع درجاتِ المرسلين حيثُ لا يلحقه لاحقُ و لايفوقه فائقُ ولا يسبقه سابقٌ ولا يطمع في ادراكه طامعُ حتي لايبقي ملك مقرّب ولانبيُ مرسلٌ و لا صدِّقٌ ولاشهيدٌ ولاعالمٌ ولاجاهلٌ ولادنيٌ ولافاضلٌ ولامومنونٌ صالحٌ ولافاجرٌ طالحٌ ولا جبّارٌ عنيدٌ ولاشيطانٌ مريدٌ ولاخلقٌ فيما بين ذالك شهيدٌ الاّ عرّفهم جلالة امركم و عظم خطركم و كبر شانكم و تمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم و شرف محلّكم و مترلتكم عنده و كرامتكم عليه و خاصّتكم لديه و قرب مترلتكم منهُ

“সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এই মর্যাদা আপনাদের ছিল এবং চিরদিন তা থাকবে। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনাদের রূহ, নুর এবং স্বভাব-প্রকৃতি একই। আপনারা পুত-পবিত্র। আপনারা সকলেই সম্মানের এবং প্রত্যেকেই একে অপর থেকে। আল্লাহ আপনাদেরকে নুর সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁর আরশের চারপার্শ্বে পরিবেষ্টন করিয়েছেন। আমাদের প্রতি কল্যাণ সাধন করেছেন। অতঃপর আপনাদেরকে এমন গৃহসমূহ দান করেছেন যা আল্লাহর ইচ্ছায় উন্নত হয়েছে, এবং ঐগৃহগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারিত হবে। তিনি আমাদের জন্যে আপনাদের প্রতি দরুদ ও ভালবাসাকে নির্ধারন করেছেন । আর তার মধ্যেই আমাদের সৃষ্টির পবিত্রতা, জীবনের পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা এবং গোনাহসমূহের ক্ষতিপুরণ নিহিত করেছেন।

অতঃপর আমরা তাঁর (আল্লাহর) সমীপে আপনাদের ফযিলতকে স্বীকার করেছি এবং আপনাদের স্বীকৃতিতেই (তাঁর নিকট)পরিচিত হয়েছি । সুতরাং আল্লাহতা’লা আপনাদেরকে সম্মানিতদের জন্যে নির্ধারিত সম্মানিত স্থানে, নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্যে নির্ধারিত উৎকৃষ্ট স্থানে এবং রাসূলগণের জন্যে নির্ধারিত সুউচ্চু স্থানে পৌঁছে দিন, যেখানে কেউই পৌঁছতে পারে না। কোন অগ্রাধিকার পিয়াসুই তার অগ্রে যেতে পারে না। কোন অগ্রগামীই তার অগ্রে চলতে পারে না। কোন লালসাকারীই তার প্রতি লালসা করতে পারে না; এমনকি কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাও না, কোন পয়গমবরও না; কোন সিদ্দিক এবং শহীদও না; না কোন আলেম, না কোন জাহেল; না কোন সম্মানিত, না কোন নিকৃষ্ট; না কোন মুমিন, না কোন কাফের ও ফাসেক; না কোন মিথ্যা প্রতিহিংসাপরায়ণ, না কোন উদ্ধত শয়তান; না এর মধ্যবর্তী কোন সৃষ্টি। কেউই আপনাদের মর্যাদাকে উপলদ্ধি করতে পারবে না। শুধুমাত্র আল্লাহতা’লা যাদেরকে আপনাদের মহিমা সম্পর্কে অবহিত করবে তারা ব্যতীত। অবহিত করবে,

আপনাদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে; আপনাদের মহত ও বুযুর্গী সম্পর্কে; আপনাদের পরিপূর্ণ নুর সম্পর্কে; আপনাদের প্রকৃত মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে; আপনাদের প্রতিষ্ঠিত পদমর্যাদা সম্পর্কে; তাঁর নিকট আপনাদের মর্যাদা সম্পর্কে; তাঁর নিকট আপনাদের সমুন্নত স্থান সম্পর্কে; তাঁর নিকট আপনাদের বিশেষত্তসমূহ সম্পর্কে এবং তাঁর সাথে আপনাদের নৈকট্য সম্পর্কে।”

بابي انتَ و امِّي و اهلِي و مالِي واسرتِي اُشهِدُ اللهَ و اُشهِدُكم اَنِّي مومنٌ بكم و بما امنتم به كافرٌ بعَدُوِّكم و بما كفرتم به مستبصرٌ بشانكم و بضلالة من خالفكم موالٍ لكم ولاَوليائكم مبغضٌ لاَعدائكم و معادٍ لهم سلمٌ لمن سالمكم و حاربٌ لمن حربكم محقَّقٌ لما حقَّقتم مبطلٌ لما ابطلتم مطيعٌ لكم عارفٌ بحقّكم مقرٌّ بفضلكم محتملٌ لعلمكم محتجبٌ بذَمَّتكم معترفٌ بكم مومنٌ باياباكم مصدّقٌ برجعتكم منتظرٌ لاَمركم مرتقبٌ لدولتكم اخذُ بقولكم عاملٌ بامركم مستجرٌبكم زائرٌ لكم عائذٌ بقبوركم مُستشفعٌ الي الله عزّوجلّ بكم و متقرّبٌ بكم اليه و مقّدمكم امامَ طلبتي و حوائجي و ارادتي في كلِّ احواليّ و اُموري مومنٌ بسرِّكم و علانيتكم و شاهدكم و غائبكم و اوّلكم و اخركم و مفوّضٌ في ذلك كلّه اليكم و مسلّمٌ فيه معكم و قلبي لكم مسلّمٌ ورايي لكم تبعٌ و نصرتي لكم معدّةٌ حتي يحيي الله تعالي دينه بكم و يردّكم في ايامه و يظهركم لعدله و يمكّنكم في ارضه

“আমার পিতা–মাতা, পরিবার, ধনসম্পদ এবং আত্মীয় স্বজন আপনাদের জন্য উৎসর্গ হোক । আল্লাহ এবং আপনারা সাক্ষী যে আমি ঈমান এনেছি আপনাদের প্রতি এবং যার প্রতি আপনারা ঈমান রাখেন তার উপরও। আপনাদের দুশমনদেরকে প্রত্যাখ্যান করি এবং যা কিছুকে আপনারা অবিশ্বাস করেন তাকেও। আপনাদের মর্যাদাকে উপলব্ধি করি এবং যারা আপনাদের সাথে বিরোধিতা করে তাদের বিপথগামীতাকেও। একমাত্র আপনাদের কারণেই আপনাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ কারীদেরকে ভালবাসি। আর আপনাদের কারণেই আপনাদের শত্রুদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করি। যারা আপনাদের সাথে সন্ধি ও আপোস করে আমরাও তাদের সাথে সন্ধি ও আপোস করি। যারা আপনাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, আমরাও তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই। সুস্থিত করব তা,যা কিছু আপনারা সুস্থিত করেছেন। রহিত করব তা, যা কিছু আপনরা রহিত করেছেন। আমরা আপনাদেরই অনুগত। আমরা আপনাদের সত্যতার পরিচয়দানকারী। আমরা আপনাদের বদান্যতাকে স্বীকার করি। আমরা আপনাদের জ্ঞান থেকেই জ্ঞান অর্জনকারী। আপনাদের নিরাপত্তার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহন করেছি। আপনাদের স্বীকৃতিদানকারী। আপনাদের প্রত্যাবর্তণে বিশ্বাসী । আপনাদের প্রত্যাবর্তণকে (رجعت) স্বীকার করি। আমরা আপনাদেও নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকি, আপনাদের হুকুমতের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত আছি; আপনাদের বাণী গ্রহণকারী; আপনাদের নির্দেশের প্রতি আমলকারী; আপনাদের কবরের কাছে আশ্রয় প্রার্থী। মহান ও সম্মানিত এবং পরাক্রমশালী আল্লাহর সমীপে আপনাদেরকে শাফায়াতকারী বলে জানি । আর আপনাদের উছিলায় তাঁর নৈকট্য প্রার্থণা করি। আপনাদেরকে আমার সকল চাওয়া পাওয়ার, আশা আকাংখা এবং সকল অবস্থায় ও সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দান করেছি । আপনাদের যা কিছু গোপন এবং প্রকাশিত রয়েছে তার প্রতি, উপস্থিত ও অনুপস্থিতি সকল কিছুর প্রতি এবং প্রথম ও শেষের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। এ সকল বিষয়ে কার্যকে আপনাদের উপর অর্পণ করেছি এবং তাতে আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আমার অন্তর আপনাদেরকে গ্রহন করেছে এবং আমি আত্মসমর্পন করেছি। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা আপনাদের অনুগামী। আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্যে আমি প্রস্তুত, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহতা’লা তাঁর দ্বীনকে আপনাদের জন্যে জীবিত করবেন এবং তাঁর হুকুমতকে আপনাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। আপনাদেরকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রকাশ করবেন এবং তাঁর রাজত্বে আপনাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করবেন । ”

فمعكم معكم لا مع غيركم امنتُ بكم و تولّيتُ اخركم بما توليّتُ به اوّلكم و برئتُ الي الله عزّوجلّ من اعدائكم و من الجبت والطاغوت والشياطين و حزبهم و الظالمين لكم الجاحدين لحقّكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لارثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم و من كلّ وليجةٍ دونكم وكلّ مطاعٍ سِواكم و من الائمّةِ الذّينَ يدعونَ الي النّار فثبتني الله ابداً ما حييتُ علي موالاتكم و محبّتكم و دينكم و وفّقني لطاعتكم و رزقني شفاعتكم و جعلني من خيارِ مواليكم التّابعينَ لما دعوتم اليه و جعلني ممَّن يختصُّ اثاركم و يسلك سبيلكم و يهتدي بهدايكم و يحشرفي زمرتكم و يكرُّ في رجعتكم و يملك في دولتكم و يشرّفُ في عافيتكم و يمكّنُ في ايّامكم و تقرُّ عينه غداً برويتكم

"অতঃপর আপনাদের সাথে এবং আপনাদের সাথেই আমরা, অন্যদের সাথে নই । আপনাদের প্রতি ঈমান এনেছি । আপনাদের সর্বশেষের [ইমাম মাহদী (আঃ)] বিলায়াতকে গ্রহন করেছি। যেমন গ্রহন করেছি আপনাদের সর্বপ্রথমের [ইমাম আলী (আঃ)] বিলায়াতকে। মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে আপনাদের শত্রুদের থেকে এবং "তাগুত" শয়তান ও তাদের অত্যাচারী দল, যারা আপনাদের অধিকারকে অস্বীকার করে,যারা আপনাদের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে গেছে, আপনাদের উত্তরাধিকার আত্মসাৎকারী, আপনাদের প্রতি সন্দেহ পোষণকারী এবং যারা আপনাদের থেকে বিচ্যুত তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি ও নিদারুন বিরক্তি প্রকাশ করছি। আপনারা ব্যতীত অন্য সকল বিশ্বাস থেকে বিচ্ছেদ কামনা করছি । আপনারা ব্যতীত সকল বশ্যতা থেকেই বিচ্ছেদ কামনা করছি। আর যে নেতারা জাহান্নামের আগুনের দিকে দাওয়াত করে তাদের থেকেও বিচ্ছেদ কামনা করছি। অতএব আল্লাহতা'লা আমাকে সর্বদা (যতদিন জীবিত আছি) আপনাদের ভালবাসার আশ্রয়ে এবং আপনাদের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আপনাদের আনুগত্যের পথে সফল করুন। আপনাদের শাফায়াতকে আমার নসিব করুন। আমাকে আপনাদের উত্তম বন্ধুদের মধ্যে পরিগণিত করুন যারা আপনাদের সকল নির্দেশের অনুসরণ করে। আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন,যারা আপনাদের পদাংক অনুসরণ করে চলে, আপনাদের পথে চলে; আপনাদের হেদায়াতের মাধ্যমে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। আপনাদের দলে অন্তর্ভূক্ত হয়। আপনাদের প্রত্যাবর্তনে (রাজয়াতে) পুনরুত্থিত হবে। আর আপনাদের হুকুমতে ক্ষমতাশালী হবে।আপনাদের শান্তিকালীন সময়ে, যারা সম্মান প্রাপ্ত হবে । আপনাদের যুগে শক্তি ও মর্যাদা প্রাপ্ত হবে ।অচিরেই তাদের চক্ষুসমূহ আপনাদের দর্শনে প্রজ্জলিত হবে। "

بابي انتم و اُمّي ونفسي و اهلي و مالي من ارادَ الله بدءَ بكم و من وحّده قبل عنكم و من قصدهُ توجّهَ بكم مواليَّ لاحصي ثنائكم و لا ابلغُ من المدح كنهكم و من الوصف قدركم و انتم نور الاخيار و هداةُ الابرار و حججُ الجبّار بكم فتحَ اللهُ و بكم يختم و بكم ينزّلُ الغيثَ و بكم يمسكُ السّماء ان تقع علي الارض الا باذنه و بكم ينفّسُ الهمَّ و يكشف الضرّ و عندكم ما نزلت به رسلهُ و هبطت به ملائكتهُ والي جدّكم (و في زيارةِ امير المومنين قُل: والي اخيك) بُعثَ الرُّوحُ الامين اتاكم الله مالم يوتِ احداً من العالمين طاطا كلّ شريفٍ لشرفتكم و بخعَ كل متكبرٍّ لطاعتكم و خضعَ كل جبّار لفضلكم و ذلَّ كل شيئٍ لكم و اشرقت الارض بنوركم و فاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك الي الرّضوان و علي من جحد ولايتكم غضب الرّحمن

"আমার পিতা-মাতা, আমি আমার পরিবার এবং ধনসম্পদ আপনাদের জন্য উৎসর্গ হোক। যে আল্লাহকে চায়, তাকে আপনাদের মাধ্যমে শুরু করতে হবে। যে তাঁর একত্বে বিশ্বাসী, তাকে আপনাদের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। যে তাঁকে পেতে চাইবে তাকে প্রথমেই আপনাদের মুখাপেক্ষি হতে হবে । হে আমার মাওলাগণ আপনাদের প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না । আপনাদের প্রকৃত অবস্থাকে প্রশংসা করে এবং আপনাদের মর্যাদাকে বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয় । এবং আমি তা

উপলদ্ধি করতেও অক্ষম । আপনারা ভাল ব্যক্তিদের জন্যে নুর, নেককার বান্দাদের পথ প্রদর্শক এবং শক্তিমান আল্লাহর হুজ্জাত। আল্লাহতা'লা আপনাদের কারণেই শুরু করেছেন এবং আপনাদের কারণেই শেষ করবেন। তিনি আপনাদের কারণেই বৃষ্টি বর্ষন করেন। আপনাদের করণেই আসমানকে জমিনে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন আল্লাহর ইচ্ছায়। আপনাদের কারণে দুঃখ দুরীভুত করেন । দুরাবস্থার সমাধান করেন। আপনাদের নিকট রয়েছে তা, যা কিছু রাসূলগণের (আঃ) প্রতি ফিরিশতা মারফত নাযিল হয়েছে। আপনাদের নানার প্রতি (আলী (আঃ) এর যিয়ারতের ক্ষেত্রে বলবে ঃ আপনার ভাইয়ের প্রতি) রূহুল আমীন (জীব্রাইল) প্রেরিত হত। আল্লাহতা'লা আপনাদেরকে যা দান করেছেন বিশ্বের কাউকেই তা দান করেননি। সকল সম্ভ্রান্তই আপনাদের সম্মুখে অবনত হয়েছে। সকল দাম্ভিকই আপনাদের কাছে মাথা নত করে, আপনাদের আনুগত্য করেছে। সকল শক্তিমানই আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিকট নতজানু হয়েছে। সকল কিছুই আপনাদের কাছে হীন হয়ে গেছে। পৃথিবী আপনাদের নুরে নুরানী হয়েছে । মুক্তিপ্রাপ্তগণ আপনাদের বেলায়াতের মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছে। আপনাদের উছিলায় বেহেশতের (رضوان) দিকে ধাবিত হয়। যে আপনাদের বেলায়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে সে আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে ।"

بابي انتم و امّي و نفسي و اهلي و مالي ذكركم في الذّاكرين و اسماوكم في الاسماء و اجسادكم في الاجساد وارواحكم في الارواح و انفسكم في النّفوس و اثاركم في الاثار وقبوركم في القبور فما احلي اسمائكم واكرم انفسكم واعظم شانكم واجلّ خطركم واوفي عهدكم واصدق وعدكم كلامكم نورٌ وامركم رشدٌ ووصيتكم التقوي و فعلكم الخير و عادتكم الاحسان و سجيتكم الكرم و شانكم الحقّ والصدقُ والرّفقُ و قولكم حكم و حتمٌ و رايكم علمٌ و حلمٌ و حزمٌ ان ذكر الخير كنتم اوّله و اصله و فرعهُ و معدنهُ و ماويهُ و منتهاهُ

"আমার পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন, জীবন, ধনসম্পদ আপনাদের প্রতি উৎসর্গ হোক। আপনাদের স্মরণ, স্মরণকারীদের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে, আপনাদের নাম নামসমূহের মধ্যে একাকার হয়ে গিয়েছে। আপনাদের শরীর শরীরসমূহের মধ্যে, আপনাদের রূহ সকল রূহের মধ্যে, আপনাদের মত্তা সকল সত্তার মধ্যে, আপনাদের নিদর্শন সকল নিদর্শনের মধ্যে এবং আপনাদের কবর সকল কবরের সাথে একাকার হয়ে গেছে। *

অতএব আপনাদের নামসমূহ কতইনা মধুর । কতইনা মহৎ আপনাদের নফস । কত বেশী আপনাদের মর্যাদা। কতইনা সুউচ্চ আপনাদের পদমর্যাদা। কতইনা নির্ভরযোগ্য আপনাদের প্রতিশ্রুতি। কতইনা সত্য আপনাদের প্রতিজ্ঞা । আপনাদের বাণী নুর সমতুল্য । আপনাদের নির্দেশ হেদায়াত স্বরূপ । আপনাদের আদেশ তাকওয়া স্বরূপ । আপনাদের কর্ম কল্যাণকর । আপনাদের রীতি মঙ্গলজনক । আপনাদের স্বভাব মহানুভব। আপনাদের মর্যাদা সত্য, সঠিক এবং প্রশান্তি দায়ক । আপনাদের বক্তব্য সুদৃঢ় এবং চুড়ান্ত । আপনাদের মতামত- প্রজ্ঞা , সহনশীল ও চিন্তাশীলতায় নিহিত। যদি কল্যাণের স্মরণ করা হয় তাহলে তার শুরু ,তার মূল , শাখা , খনি , যথাযথস্থান এবং শেষ সীমা আপনারাই ।"

(*) রাওযাতুল মুত্তাকিনে (ذِكرُ كُم فِي الــذاكِرِين) শব্দটিকে একটি পরিপুর্ণ শব্দ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ যখন স্মরণকারীরা নেককার ব্যক্তিদেরকে স্মরণ করে আপনারাও তাদের শামিল। অথবা উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে আপনাদের খোদার স্মরণ আর অন্যদের খোদার স্মরণ এ দুয়ের পার্থক্য সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট । যখন নেককারদের স্মরণ করা হয় আপনারাও তাদের শামিল । কিন্তু আপনাদের সাথে তাদের তুলনা চলে না । (খন্ড ঃ ৫,পৃ ঃ ৪৯৪)

بابي اَنتُم و اُمّي و نَفسي كَيفَ اَصِف حُسنَ ثنائكم و اُحصي جميل بلائكم و بكم اخرجنا الله من الذُّلِّ و فرّج عنّا غمرات الكروب وانقذنا من شفا جُرفِ الهلكات و من النّار بابي انتم و امّي و نفسي بموالاتكم علّمنا الله معالم ديننا و اصلح ما كان فسدَ من دُنيانا و بموالاتكم تمّت الكلمةُ و عظُمت النعمة وائتلفت الفرقةُ و بموالاتكم تُقبلُ الطاعةُ المفترضةُ و لكم المودّةُ الواجبة و الدرجات الرّفيعةُ و المقامُ المحمودُ والمكانُ المعلومُ عند الله عزّوجلَّ والجاهُ العظيمُ والشانُ الكبيرُ والشفاعةُ المقبولةُ ربّنا امنّا بما انزلتَ واتّبعنا الرّسولَ فاكتبنا مع الشاهدينَ ربّنا لاتُزِغ قُلُوبَنا بعدَ اذ هَديتَنا و هَب لنا مِن لَدُنكَ رحمةً انّكَ اَنتَ الوهّابُ سُبحانَ ربّنا ان كان وعدُ ربّنا لمفعولاً

"আমার পিতা-মাতা এবং আমার জীবন আপনাদের জন্য উৎসর্গ হোক। কিরূপে (মহান আল্লাহ) সম্পর্কে আপনাদের মাধ্যমে কৃত যথাযোগ্য প্রশংসাকে বর্ণনা করব এবং আপনাদের অপূর্ব বদান্যতাকে অনুধাবন করব। আপনাদের উছিলায় আল্লাহতা'লা আমাদেরকে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আপনাদের মাধ্যমে আমাদেরকে সংকট ও ভোগান্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আমাদেরকে অধপতন এবং জাহান্নামের অগুনে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন । আমার পিতামাতা এবং আমার জীবন আপনাদের জন্য উৎসর্গ হোক। আপনাদের সাথে বন্ধুত্ত্ব এবং আপনাদের বেলায়াতের মাধ্যমে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহকে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনাদের প্রতি ভালবাসা ও বেলায়েতের মাধ্যমেই কালিমা (ঈমান) পরিপূর্ণ হয়েছে এবং নেয়ামত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভেদসমূহ ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে । আপনাদের ভালবাসা ও বেলায়াতের মাধ্যমেই অপরিহার্য ইবাদতসমূহ গৃহীত হবে। আপনাদের জন্যেই সম্মানিত ও মহিমান্বিত আল্লাহর নিকট রয়েছে – ভালবাসা, সুউচ্চ মর্যাদা, প্রশংসিত স্থান (মাকামে মাহমুদ) এবং নির্ধারিত পদ ও মর্যাদা। রয়েছে মহা সম্মান, বৃহৎ মর্যাদা এবং গ্রহনযোগ্য শাফায়াত। হে আল্লাহ যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। এবং আপনার রাসূলের (সঃ) অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে রেসালতের সাক্ষীদের অন্তর্ভূক্ত করুন। হে পারওয়ারদেগার আমাদের অন্তঃকরণ সমূহকে হেদায়াত করার পর বিচ্যুত করবেন না । আপনার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি রহমত প্রেরণ করুন । আপনিতো অনন্ত দাতা । আমাদের পবিত্র প্রতিপালক । নিশ্চয় আপনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে ।"

يا وليَّ الله انَّ بَيني و بينَ اللهِ عزّوجلَّ ذنوبا لاياتي عَلَيها الاّرضاكُم فَبِحَقِّ مَن ائتمنكم عَلي سِرِّه ــــ واستَرعاكُم اَمرَ خَلَقَه و قَرَنَ طاعَتَكُم بطاعَتِه لَمّا استَوهَبتُم ذُنُوبِي و كُنتُم شُفَعائي فَانّي لَكُم مُطيعٌ مَن اطاكُم فَد اطاعَ الله ومِن عَصاكُم فَقَد عَصَي الله و مَن احَبَّكُم فقد احَبَّ الله و من اَبغَضَكُم فَقَد اَبغَضَ الله

"হে আল্লাহর ওলীগণ, নিশ্চয় আমার ও আমার সম্মানিত ও মহিমান্বিত আল্লাহর মধ্যে গোনাহসমূহ (প্রতিবন্ধক হিসাবে) রয়েছে । আপনাদের সন্তুষ্টি ব্যতীত তা মোচন সম্ভব নয়। অতঃপর তিনি আপনাদেরকে তাঁর গোপন রহস্যের রক্ষী নির্ধারণ করেছেন, নিযুক্ত করেছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এবং সৃষ্টির সকল বিষয়ের হিফাজতকারী হিসেবে।তিনি আপনাদের আনুগত্যকে(আল্লাহতা'লা) নিজের আনুগত্যের শামিল করেছেন । তাঁর নিকট আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করুন এবং আমাদেরকে শাফায়াত করুন। কেননা আমি আপনাদের অনুগত। যে আপনাদের আনুগত্য করবে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর আনুগত্য করল। যে আপনাদের অবাধ্য হবে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর অবাধ্য হল। যে আপনাদেরকে ভালবাসবে প্রকৃত পক্ষে সে খোদাকে ভালবাসল । আর যে আপনাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করল সে আল্লাহর সাথে শত্রুতা করল ।"

اللهمَّ اِنّي لو وجَدتُ شُفَعاءَ اقربَ اليكَ من مُحَمَّدٍ و اهلي بَيتِهِ الاخيار الائمّةِ الاَبرارِ لَجَعَلتُهُمُ شُفعائي فبحَقِّهِمُ الّذي اوجَبتَ لَهُم عليكَ اسئلُكَ ان تُدخِلني في جملته العارفين بهم و بحقّهم و في زُمرةِ المرحومينَ بشفاعتهم انّكَ ارحمُ الرّاحمين و صَلّي علي مُحمّدٍ و الهِ الطاهرينَ و سلّمَ كثيراً و حَسبُنا اللهُ و نِعمَ الوكيلُ

“হে আল্লাহ আমি যদি রাসূল (সঃ) ও তাঁর পবিত্র আহলি বাইতের চেয়ে আপনার নৈকট্য প্রাপ্ত অন্য কোন শাফায়াতকারী পেতাম, তাহলে তাদেরকে আমার শাফায়াতকারী নির্ধারণ করতাম। সুতরাং নিজের প্রতি তাঁদের যে অধিকার ওয়াজিব করেছেন, আপনার কাছে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় প্রার্থণা করছি। প্রার্থণা করছি তাঁদের অধিকার জানার। আপনার রহমতের মাধ্যমে তাদের শাফায়াত প্রাপ্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন । নিশ্চয় আপনি পরম দয়ালূ । হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর পবিত্র আহলি বাইতের উপর দরুদ বর্ষন করুন। এবং তাঁদের প্রতি অসংখ্য সালাম বর্ষণ করুন। আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট; আর তিনি কতইনা উত্তম অবিভাবক এবং সাহায্যকারী ।”